দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ...2...7 কলাম...2......

এসএসসি পরীক্ষার পরে

ছুটি কাটুক শেখার মাধ্যমে

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, বেশিরভাগ শিক্ষার্থী সময়টাকে নিতান্তই 'ছুটি' বলে মানে। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার আগের এই সময়কে শিক্ষার্থীরা যদি গুরুত্বের সাথে নেয়, তাহলে আগামীর পথে আরো একধাপ এগোতে বাধ্য। বলছি না, ছুটি কাটানো যাবে না। কিন্তু ছুটি কাটানোর মতো করেই যদি আরো অনেক কিছু করা যায়, তাতে ক্ষতি কি!

সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসএসসি পরবর্তী সময়ের প্রতিও বাবা-মা আলাদা গুরুত্ব দিতে শুরু করেছেন। তবে খেয়াল করলে দেখা যায় গুরুত্ব দিতে গিয়ে অনেকটা চাপিয়ে দিচ্ছেন ছেলেমেয়েদের প্রতি। শিক্ষার্থীদেরকে বলবো, অনেকদিন ধরে যেটা শিখবে শিখবে করে ভাবছিলে সেটা শেখার জন্য এর চাইতে উত্তম সময় তোমার শিক্ষাজীবনে আর আসবে না।

এবার প্রশ্ন আসতে পারে, কি শিখবো? খুব সহজ। যা শিখতে মন চায় তাই শিখবে। সেটা গান হতে পারে, ছবি আঁকা হতে পারে, তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কিত কিছু হতে পারে। বেড়ানোও হতে পারে একটা শিক্ষা! বাবা-মায়েদের বলছি, জানুন আপনার সন্তানের কি পছন্দ। তাদেরকে সেটা করতে সাহায্য করুন। যদি তাদের কোনকিছুতেই আগ্রহ না থাকে, তাহলে আলোচনা করুন। সময়টার গুরুত্ব বোঝান। সে কি করবে সেটা নিয়েও পরামর্শ দিতে পারেন। মনে রাখা উচিত, এসএসসির পর এবং কলেজে ভর্তি হওয়ার আগের ছুটিটা কিন্তু ক্যারিয়ার গড়ার সময় নয়। তাই এমন কিছু করার ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করবেন না, যেটার ফল আপনার সন্তানকে আরো পিছিয়ে দেয়।

মাধ্যমিক পরীক্ষার পরের সময় নিয়ে যখন আলোচনা করছি, তখন এ নিয়ে কথা হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ,আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গেও। এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলেন, চলতি বছরের পরীক্ষার প্রতি তার আক্ষেপের কথা। জানালেন, যতো দ্রুত সম্ভব পরীক্ষা শেষ করা এবং দ্রুত ফলাফল প্রকাশই এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর পরীক্ষা পরবর্তী সময় নিয়ে ছোটদেরকে তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'এই সময়টা অনেক মূল্যবান। তাই প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই উচিত তা কাজে লাগানো। সবচেয়ে ভালো হয় যদি তারা ভাষা শিক্ষার উপরে জোর দেয়। যে কোন ভাষা। সেটা বাংলা হতে পারে, ইংরেজি হতে পারে, জার্মান হতে পারে এমনকি কম্পিউটারের ভাষাও হতে পারে। এই শিক্ষাটা ছেলেমেয়েদের পরবর্তী শিক্ষাজীবনে এমন গুরুত্ব বহন করবে যে তারা কল্পনা করতে পারে না।'

অনেকে বলে থাকেন, শিক্ষাজীবনের সেরা সময়টা শেষ হয়ে যায় স্কুলজীবন শেষ হওয়ার মধ্যদিয়ে। এরপর শুরু হয় কঠোর সংগ্রাম। শুরু হয় টিকে থাকার লড়াই। যেখানে নতুন করে কিছু করার বা শেখার সময় পাওয়া যায় না। তাই বাবা-মায়েরাই শুধু নয়, শিক্ষার্থীদেরও মাধ্যমিক পরীক্ষা পরবর্তী সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য পূর্ব পরিকল্পনা রাখা উচিত।

ছবি: রেজা চৌধুরী